এক ডজন কল্পবিজ্ঞান

সুমিত বর্ধন

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

কল্পবিজ্ঞান আর কল্পবিশ্বের পাঠকদের সঙ্গে সুমিত বর্ধনের পরিচয় আর নতুন করে দেওয়ার নেই কিছু। অদ্রীশ বর্ধনের এই ভ্রাতুষ্পুত্রের কলমে গত দশকে কল্পবিজ্ঞান আবার নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। অর্থতৃষ্ণার মতো প্রথম বাংলা স্টিমপাঙ্ক জনরার ডিটেকটিভ উপন্যাস, বা অসিশপ্তের মতো সামুরাই ঘরানায় লেখা সায়েন্স ফ্যান্টাসি— কোনো নির্দিষ্ট ধরনের লেখায় সুমিতবাবুর কলমকে বাঁধা সম্ভব নয়। নভেলার পাশাপাশি বহুদিন ধরেই তিনি কল্পবিশ্ব, পরবাসিয়া পাঁচালী, বিচিত্রপত্র ও অন্যান্য পত্রিকায় লিখেছেন অনেকগুলি কল্পবিজ্ঞানের ছোটোগল্প। তার মধ্যে থেকে বারোটি সেরা গল্প বেছে নিয়ে তৈরি হল এই বইটি। বইটির প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের সময় লেখকই পরামর্শ দিলেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ তৈরি করার জন্যে। কল্পবিশ্ব সব সময়েই নতুন ধরনের কাজের জন্যে প্রযুক্তিকে বেছে নিতে আগ্রহী। সেইমতো তিনি মিডজার্নি এআই ব্যবহার করে তৈরি করলেন প্রচ্ছদের জন্যে কয়েকটি ছবি ও অনেকগুলি অলঙ্করণ। শিল্পী উজ্জ্বল ঘোষ সেই ছবিগুলি থেকে তৈরি করেছেন বইয়ের প্রচ্ছদটি। অলঙ্করণগুলিও বাছাই করে দেওয়া হয়েছে বইয়ের ভিতরে। আমাদের জ্ঞাতসারে এটিই প্রথম বাংলা বই যেখানে প্রথাগত অঙ্কনশিল্পীকে ব্যবহার না করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই সমস্ত কাজগুলি করল।

আশা করব কল্পবিজ্ঞানের পাঠকেরা কল্পবিশ্বের অন্যান্য বইয়ের মতো এই বইটিকেও যোগ্য সমাদরসহ গ্রহণ করবেন।

লেখকের কথা

বহুকাল লেখাজোখার জগৎ থেকে সরে থাকা সত্ত্বেও কয়েক বছর আগে আবার কল্পবিজ্ঞান নিয়ে লেখা শুরু করার পেছনে ছিল কল্পবিজ্ঞানের কিশোর পাঠ্য কাহিনির আঙিনার বাইরে গিয়ে পূর্ণবয়স্কদের উপযুক্ত বিষয় নিয়ে কিছু লেখা, এবং বাংলা কল্পবিজ্ঞান নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর একরকমের দুঃসাহসিক এক অভিলাষ। বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং এই সংকলনে একত্রে গ্রন্থিত এই গল্পগুলো সেই প্রচেষ্টার ফসল। সে সব পরীক্ষার মধ্যে যেমন আছে কাম্যুর দর্শনকে আর জীবনানন্দের কবিতাকে কল্পবিজ্ঞানের দর্পণে দেখার প্রয়াস, তেমনি আছে হুতোমী বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীর এক কল্পইতিহাস রচনার চেষ্টা। বিগত কয়েক বছরে বাংলা কল্পবিজ্ঞানকে বিশ্বের কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের সমতুল্য পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে যে সমস্ত গুণীজনেরা নিরলস যত্নে কাজ করে চলেছেন, তাদের সেই কর্মযজ্ঞে এই সংকলনটি যৎসামান্য অবদান হিসেবে বিবেচিত হলে সুখী হব।

অলমিতি

সুমিত বর্ধন

সূচি

বিবর্তন ◉ ১১
দ্রোহ ◉ ৩৫
ভূষণ্ডী কাগের নক্‌শা ◉ ৫৫
অনবচ্ছিন্ন ◉ ৮১
যুগলবন্দি ◉ ১০১
কবিতা ◉ ১০৪
ক্যানভাস ◉ ১০৭
নিউ বেঙ্গল ◉ ১১৯
বোধিবিহার ◉ ১৪৭
শিশুশিক্ষা ◉ ১৬৯
দূরে বহু দূরে স্বপ্নলোকে ◉ ১৭৯
নিলু ◉ ১৯৫

১.

বিবর্তন

বিশাল শহরটাকে প্রায় গ্রাস করে নিয়েছে জঙ্গলে। প্রাসাদের মতো বাড়িগুলোর ছাদের দখল নিয়েছে উঁচু উঁচু গাছের সারি, তাদের মোটা কাছির মতো শেকড়গুলো সর্পিল ভঙ্গিতে নীচে নেমে এসে বাড়িগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে প্রেমিকার নিবিড় আলিঙ্গনের মতো। রাজপথের কুলিশকঠিন আস্তরণ ফাটিয়ে উঠে-আসা কাঁটালতা আগলে রেখেছে বাড়ির প্রবেশপথ, তাদের মধ্যে ইতস্তত ছেটানো বুনো ফুলের রঙিন বর্ণালি। পথের মোড়ে একটা লতাপাতার সূক্ষ্ম কারুকার্য খোদাই-করা বেদি ঢেকেছে ঘাস আর শ্যাওলার কার্পেটে। তার ওপরে গায়ে একচিলতে রোদের মেখে ঘাড় তুলে বাদশাহি অবজ্ঞায় নবাগতদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে একটা সরীসৃপজাতীয় প্রাণী।

নবাগতরা সংখ্যায় বেশ ভারী। অভিযান প্রমুখের দু-পাশে দাঁড়ানো প্রত্নতাত্ত্বিকরা ছাড়াও, পেছনে নানা শাখার বৈজ্ঞানিকদের একটা বড়ো দল। তাদেরও পেছনে, শহরের বাইরের ঘাসে ছাওয়া মাঠে দাঁড়ানো মহাকাশ পাড়ি দিয়ে আসা শিপটা থেকে নানা যান্ত্রিক বাহনে চাপিয়ে রসদ আর যন্ত্রপাতির পেটি বয়ে নিয়ে আসে সহকারীর দল। হাতটাকে কপালের ওপর কার্নিশের মতো করে ধরেন অভিযান প্রমুখ। মাথার ওপরে গনগনে জোড়া সূর্যের প্রখর আলো আড়াল করে নজর ঘোরান শহরটার ওপর।

২.

দ্রোহ

দ্রোহপর্ব ১

টার্টারাসের ধূলিময় প্রান্তর। আকাশ জুড়ে ঝুলে-থাকা লোহিত নক্ষত্রের লালচে আলোয় লাল হয়ে থাকে ধুলোর গভীর স্তর। হাওয়ার সামান্য ঝাপটেই ধোঁয়ার মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ে যায় চারপাশে।

কাঠের তক্তা ঠুকে বানানো এই হতশ্রী কুটিরের প্রতিটি আসবাবের ওপরেও ধুলোর প্রলেপ। ধুলো জমেছে বিছানায়, তাকের ওপরে রাখা বাসনে, পেরেকে টাঙানো পোশাকে। প্রথম যখন আসি তখন দিনকতক চেষ্টা করেছিলাম অন্তত নিজের বিছানাটাকে পরিষ্কার রাখতে। সে অধ্যবসায় দিন পনেরোর বেশি স্থায়ী হয়নি।

কুটিরের মালিকের অধ্যবসায় শেষ হয়ে গেছে অবশ্য তারও আগে। তার বিছানাটাকে আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই। শুধু মনে হয়, একরাশ ধুলো জড়ো করে রাখা আছে।

কুটিরের খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাই। তিলমাত্র বৈশিষ্ট্য কোথাও নজরে পড়ে না। কেবল সীমাহীন, প্রাণহীন, উন্মুক্ত প্রান্তর তার লালিমা নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে দিগন্ত অবধি।

৩.

ভূষণ্ডী কাগের নক্‌শা

এই নক্‌শাখানি কি অভিপ্রায়ে লিখিত হলো পাঠ করামাত্র পাঠক তা আপনা আপনি অনুভব কোর্ত্তে সমর্থ হবেন। তবুও গোড়ায় খানিক গৌরচন্দ্রিকা কোরে লওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালাদেশে এক সময়ে হরিচরণের বিষয় লয়ে যে ধন্ধের কুজ্ঝটিকা তৈয়ের হয়েছিলো আমি তাহা পরিহার করার চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হই এবং ভূষণ্ডী কাগ নামের আড়ালে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ কোর্ত্তে সচেষ্ট হই। কারণ সেই সময় দেকতে পাই সমাচার দর্পণ, সোমপ্রকাশ ও অমৃতবাজার ইত্যাদি দিসি সম্বাদপত্রের দুর্জ্জন দমন সম্পাদকগণ জেল বাঁচ্‌য়ে লেখার দায়ে কলমে কুলুপ এঁটেচেন এবং ইংলিস্‌ম্যান, ডেলিনুস ও হরকরার ন্যায় ইংরিজী কাগজও সেই রহস্য তরঙ্গের তিমির দূরীকরণের প্রচেষ্টা না কোরে মৌনব্রত অবলম্বন কোরেচে ও কেবল আলত-পালত সম্বাদে পাতা ভর্ত্তি কচ্চে। ইহার মদ্যে কেবল বঙ্গদর্শন কমলাকান্তের দুট একটা কতা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সম্পাদকের উপর পুলিসের রক্তচক্ষু পড়াতে তাও বন্ধ হয়ে যায়। লোকমুকে শোনা যায়, খোদ মহামহিম গবরনর জেনারেল বাহাদুরের আপিস থেকেই সরক্যুলর জারি হয় যেন হরিচরণকে লয়ে কোন সম্বাদপত্র খপর না করে।

নেটিফ্‌রা ইংরাজের কাছে খাতির নদারৎ, এবং তাদের 'ড্যাম নিগার', 'ইস্টুপিড', 'রাসকেল' ইত্যাদি সুমিষ্ট বিভূষণে ভূষিত করতে তাঁহাদের বাধে না।

৪.

অনবচ্ছিন্ন

বড়ো বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ায় পুলিশের আলো-বসানো গাড়িটা। জানলা দিয়ে বাইরে তাকান ডিটেকটিভ ডিপার্মেন্টের এসপি। তাঁর গন্তব্য এসে গেছে।

পাশ থেকে ফাইলটা তুলতে গিয়ে তাঁর নজর পড়ে সিটের ওপর ভাঁজ করে রাখা খবরের কাগজটার ওপর। চোখ আটকে যায় হেডলাইনে—উত্তর ভারতে কোথাও একটা স্কুল বাস খোলা লেভেল ক্রসিং-এ ট্রেনের সামনে পড়ে গেছে। অ্যাক্সিডেন্টে অনেকগুলো বাচ্চা মারা গেছে।

ড্রাইভার দরজা খুলে ধরে। ফাইল হাতে নিয়ে লম্বা পায়ে বাড়িটাতে ঢোকেন এসপি। কয়েকটা করিডর পার হয়ে এসে দাঁড়ান হোম সেক্রেটারির ঘরের সামনে।

দরজার বাইরে দাঁড়ানো আর্দালি দরজা খুলে ধরে, "সাহেব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

ঘরটা প্রায় অন্ধকার, পর্দাগুলো সব টানা, এসি-র শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই।

চশমার মোটা কাচের পেছন থেকে কঠিন দৃষ্টিতে এসপি-র দিকে তাকান হোম সেক্রেটারি, "ডক্টর তনিমা দেবের অন্তর্ধানের ঘটনাটা আর কে কে জানে?"

"কেউ না, স্যার। ডক্টর দেবের কেয়ারটেকারের কাছে আমার একটা কার্ড ছিল। একটা প্রোগ্রামে আমিই দিয়েছিলাম। আমিই তাই প্রথম কলটা পাই। ডক্টর